

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগস্ট ২৪, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ জুন ২০১৯ খ্রি:

নং ০৫.৮৭.০০০০.০০০.২২.০০১.২০১৯-১২৪১—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১তম সভায় গৃহীত নিম্নরূপ 'সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল পরিচালনা নীতিমালা-২০১৮' প্রণয়ন করিলেন, যথা: —

১। **শিরোনাম**—এই নীতিমালা 'সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল (Government Employees Hospital) পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হইবে।

২। **প্রয়োগ ও প্রবর্তন**—(ক) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালনা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাদির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

৩। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাইবে—

(ক) 'উপপরিচালক' অর্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে কর্মরত অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক;

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ এই নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অথবা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(২১২১১)

মূল্য : টাকা ১২.০০

- (গ) ‘পরিচালক’ অর্থ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অথবা পদায়িত সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল (Government Employees Hospital)-এ কর্মরত পরিচালক;
- (ঘ) ‘পরিবার’ অর্থ নিম্নরূপ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ:
- (I) সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী অথবা স্বামী;
- (II) সরকারি কর্মচারীর অবিবাহিত (অনূর্ধ্ব ২৫ বৎসর) নির্ভরশীল সন্তান;
- (III) সরকারি কর্মচারীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান;
- (IV) সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল (অনূর্ধ্ব ১৮ বৎসর) ভাইবোন;
- (V) পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি;
- (ঙ) ‘মন্ত্রণালয়’ অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
- (চ) ‘সরকারি কর্মচারী’ অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ;
- (ছ) ‘সাধারণ রোগী’ অর্থ সরকারি কর্মচারী স্বয়ং অথবা তাহার পরিবার ব্যতীত অন্যান্য রোগী;
- (জ) ‘স্বাস্থ্যসেবা ফি’ অর্থ সরকার কর্তৃক (‘স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রদেয়’) নির্ধারিত ‘ফি’;
- (ঝ) ‘হাসপাতাল’ অর্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল (Government Employees Hospital); এবং
- (ঞ) ‘হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি’ অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

৪। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি—

(ক) কমিটির গঠন

- | | |
|---|--------|
| (১) সিনিয়র সচিব অথবা সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| (২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড | সদস্য |
| (৩) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| (৪) অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| (৫) অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| (৬) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক | সদস্য |
| (৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন) | সদস্য |
| (৮) জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন) | সদস্য |

(৯) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন)	সদস্য
(১০) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন)	সদস্য
(১১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন)	সদস্য
(১২) অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন)	সদস্য
(১৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৪) পরিচালক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	সদস্য
(১৫) পরিচালক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল	সদস্য-সচিব

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে যে-কোনো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে এবং কো-অপ্টকৃত সদস্যকে প্রয়োজন মনে করিলে কমিটির দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি—(১) হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা অন্য কোনো সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

(২) হাসপাতাল পরিচালনার জন্য সমন্বয়যোগ্য নীতি নির্ধারণীমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৩) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(৪) হাসপাতালের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৫) হাসপাতালের সেবার মানবৃদ্ধি ও ভোক্তা অবকাঠামোগত উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান; এবং

(৬) হাসপাতালের আধুনিকায়ন, গবেষণা, উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

(গ) কমিটির সভা—(১) ন্যূনতম প্রতি চার মাস অন্তর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে, প্রয়োজনে বিশেষ অথবা জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে; এবং

(২) ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

৫। হাসপাতালের আর্থিক বিষয়াদি—(ক) হাসপাতাল কর্তৃক আদায়কৃত যে-কোনো অর্থ সরকারি অর্থ বন্ডে গণ্য হইবে এবং যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা হইবে;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট হইতে হাসপাতাল পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করা হইবে; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে সময় সময় জারীকৃত বিধি-বিধান এই হাসপাতালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৬। পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীর কার্যপরিধি—(ক) হাসপাতালের পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে; এবং

(খ) হাসপাতালে কর্মরত অন্যান্য কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ কর্মবণ্টন ও দায়িত্ব পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৭। চিকিৎসাসেবা—(ক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মচারী ও তাহার পরিবারের বৈধ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে চিকিৎসা কার্ড ইস্যু করিবে এবং সরকারি কর্মচারী ও তাহার পরিবার উল্লিখিত কার্ড প্রদর্শনপূর্বক চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করিবেন;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অথবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানসাপেক্ষে সাধারণ রোগীরাও সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) বহিঃবিভাগে আগত রোগীদের সংশ্লিষ্ট পরামর্শক (Consultant)-এর ব্যবস্থাপত্র-অনুসারে আন্তঃবিভাগে ভর্তি হইতে হইবে;

(ঘ) হাসপাতালের শয্যা খালি থাকা সাপেক্ষে ২০% শয্যায় সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী নিবন্ধক (Assistant Register) আন্তঃবিভাগে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসায় ২০% শয্যা ব্যবহারের হিসাবসীমা নিশ্চিত করিবেন; তবে ২০%-এর জায়গায় যদি কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে বেসরকারি রোগী জরুরি বিভাগ অথবা বহিঃবিভাগ হইতে সেবার জন্য সুপারিশকৃত হয়, তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাকে আন্তঃবিভাগে ভর্তিপূর্বক পেয়িং বেড হিসাবে সেবা প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) চিকিৎসার প্রয়োজনে পরিচালকের অনুমতিক্রমে অন্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনা যাইবে;

(চ) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে কর্মরত কোনো চিকিৎসকের নিকট তাহার চেম্বারে চিকিৎসারত কোনো বেসরকারি রোগীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের সুযোগ হিসাবে এই হাসপাতালে ভর্তি করা যাইবে না;

(ছ) কোনো রোগী চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেলে প্রচলিত নিয়ম-অনুযায়ী মৃত্যুসনদ প্রদান করা হইবে, যাহা আবাসিক সার্জন অথবা আবাসিক চিকিৎসক অথবা কর্তব্যরত চিকিৎসা কর্মকর্তা (Medical Officer) দ্বারা প্রত্যায়িত হইবে;

(জ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক সময় সময় চিকিৎসাসেবা ফি-সংক্রান্ত জারীকৃত পরিপত্র এই হাসপাতালের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হইবে;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক ধার্যকৃত ফি ব্যতীত ভিন্নরূপ কোনো আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের আলোকে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণসাপেক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(ঞ) হাসপাতালের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র-অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী ও তাহার পরিবারের সদস্যদেরকে মজুত থাকা সাপেক্ষে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হইবে;

(ট) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন রোগীদের (দুস্থ ও প্রতিবন্ধী) সরকারি কর্মচারীর অনুরূপ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা যাইবে;

(ঠ) হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ও খ্যাতিমান কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অফিস সময়ের পর নির্ধারিত সম্মানির বিনিময়ে হাসপাতালে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করিয়া বৈকালিক চিকিৎসাসেবা (Institutional Practice) প্রদান করিতে পারিবেন এবং বৈকালিক চিকিৎসাসেবা হইতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হইবে এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বৈকালিক চিকিৎসাসেবার জন্য নিয়োজিত চিকিৎসক এবং সহযোগী কর্মচারীগণকে নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত হাসপাতালের বাজেটে সংশ্লিষ্টখাতে বরাদ্দের সংস্থান রাখিতে হইবে;

(ড) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে প্রদেয় সেবার ন্যায় এই হাসপাতালেও অনুরূপ সেবার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইবে; এবং

(ঢ) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে কর্মরত যে-কোনো ব্যক্তি ও তাহার পরিবার সরকারি কর্মচারীর ন্যায় অনুরূপ চিকিৎসা সুবিধা পাইবেন।

৮। জরুরি বিভাগ—(ক) চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সার্বক্ষণিক খোলা থাকিবে;

(খ) জরুরি বিভাগে আগত রোগী ভর্তির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে ভর্তি করা যাইবে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্য হাসপাতালে রেফার করা হইবে; এবং

(গ) জরুরি চিকিৎসা কর্মকর্তা (Emergency Medical Officer) অথবা সেবিকা (Nurse) অথবা ব্রাদার, প্রকোষ্ঠকর্মী (Ward boy) অথবা আয়া, পরিচ্ছন্নতাকর্মী সার্বক্ষণিক কর্মরত থাকিবেন।

৯। বহির্বিভাগ—(ক) হাসপাতালের অফিস সময় এবং বহির্বিভাগে সেবা প্রদানের সময় (শনিবার হইতে বৃহস্পতিবার) সকাল ০৮ : ০০ টা হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল ২ : ৩০ টা পর্যন্ত;

(খ) শুরুরসহ অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে বহিঃবিভাগ সেবা বন্ধ থাকিবে, তবে জরুরি বিভাগ এবং আন্তঃবিভাগ সার্বক্ষণিক চালু থাকিবে; এবং

(গ) সরকারি স্বাস্থ্য সেবাবিষয়ক কর্মসূচি যেমন, ইপিআই, হজসেবা, যক্ষা পরীক্ষা ইত্যাদি সেবামূলক কর্মসূচি বহির্বিভাগে সেবা প্রদানের সময় পালন করা হইবে।

১০। আন্তঃবিভাগ—(ক) বহির্বিভাগ হইতে আগত অথবা জরুরি বিভাগে গৃহীত রোগীদের যে-কোনো সময় আন্তঃবিভাগে ভর্তির জন্য খোলা থাকিবে এবং ভর্তিকৃত রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে;

(খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী নিবন্ধক (Assistant Register) অথবা চিকিৎসা কর্মকর্তা (Medical Officer) অথবা সেবিকা (Nurse) অথবা ব্রাদার, প্রকোষ্ঠকর্মী (Ward boy) অথবা আয়া ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্মরত থাকিবেন;

(গ) কোনো ভর্তিকৃত রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হইলে অথবা জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সহকারী নিবন্ধক (Assistant Register) তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অথবা সেবিকা (Nurse)-কে অবহিত করিবেন;

(ঘ) মজুত থাকা সাপেক্ষে বিনামূল্যে ভর্তিকৃত সরকারি কর্মচারী ও তাহার পরিবারের সদস্যকে ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হইবে; তবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো ঔষধ অথবা উপকরণ মজুত না থাকিলে হাসপাতালের বাহির হইতে সেবা গ্রহীতাকে স্বীয় খরচে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঙ) এই হাসপাতালে ভর্তিকৃত সরকারি কর্মচারী অথবা তাহার পরিবারের সদস্যগণকে প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হইবে এবং বেসরকারি রোগীদের এই সকল পরীক্ষা নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে প্রদান করা হইবে;

(চ) বিদ্যমান সুবিধার পাশাপাশি নূতনভাবে চালুকৃত ব্যয়বহুল প্যাথলজিক্যাল অথবা রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবহারকারী (User) ফি প্রযোজ্য হইবে;

(ছ) মহিলা ওয়ার্ডে রাতে কোনো পুরুষ অবস্থান করিতে পারিবেন না;

(জ) একজন রোগীর সহিত কেবল একজন পরিচর্যাকারী অবস্থান করিতে পারিবেন;

(ঝ) শিশু ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে রাতে শিশুর সহিত কেবল একজন মহিলা অবস্থান করিতে পারিবেন;

(ঞ) রোগী ভর্তির সময় ০১ (এক) টি পরিচর্যাকারী পাস গ্রহণ করিতে হইবে যাহা রোগীর হাসপাতাল ত্যাগের সময় ফেরত দিতে হইবে এবং দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কর্তৃপক্ষের অথবা কর্তব্যরত চিকিৎসকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ট) কেবিন বরাদ্দের ক্ষেত্রে নবম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের সরকারি কর্মচারী অগ্রাধিকার পাইবে;

(ঠ) ডি.আই.পি. কেবিন 'ডি.আই.পি'. পদমর্যাদাধারিগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে;

(ড) মানসিকভাবে অসুস্থ, প্রবীণ, শিশু ও মহিলা রোগী এবং জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে কেবিন সুবিধার উল্লিখিত শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে; তবে নির্ধারিত হারে কেবিন ভাড়া প্রযোজ্য হইবে; এবং

(ঢ) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে অন্য হাসপাতালের আইসিইউ হইতে রেফারকৃত কোনো সরকারি কর্মচারী অথবা তাহার পরিবারের সদস্যকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান অথবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন হইবে।

১১। হাসপাতালের সাধারণ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়—(ক) হাসপাতালের প্রয়োজন-অনুসারে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এম.এস.আর. (Medical and Surgical Requisite), স্টেশনারি দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (PPA 2006 & PPR 2008), ডেলিগেশন অব ফিনানশিয়াল পাওয়ার এবং এই সংক্রান্ত সরকারি পরিপত্র, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করিবে;

(খ) যে সকল ঔষধ এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানি লি. (EDCL)-এ পাওয়া যায় তাহা উক্ত কোম্পানি হইতে সংগ্রহ এবং এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানি লি. (EDCL) বহির্ভূত ঔষধপত্র খোলা বাজার হইতে বিধি অনুসারে ক্রয় অথবা সংগ্রহ করা যাইবে;

(গ) সরবরাহসাপেক্ষে I.V. Fluid কেমিক্যাল, বিকারক (Re-agent), খাবার স্যালাইন, মেডিক্যাল গ্যাস ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের (IPH) নিয়ন্ত্রণাধীন স্যালাইন উৎপাদন সেল হইতে অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি অথবা আধাসরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত উৎপাদনকারী অথবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং উল্লিখিত সামগ্রী চাহিদা-অনুযায়ী বর্গিত প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ না পাওয়া গেলে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণপূর্বক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খোলা বাজার হইতে ক্রয় অথবা সংগ্রহ করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) সরবরাহের অপ্রতুলতা থাকিলে চিকিৎসার প্রয়োজনে এমএসআর অথবা আইডি ফ্লুইড রোগীকে স্বীয় দায়িত্বে বাহির হইতে ক্রয় করিতে হইবে।

১২। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা—(ক) কর্মরত চিকিৎসক অথবা সেবিকা (Nurse) অথবা অন্যান্য কর্মচারীর স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা (Workshop)-এর আয়োজন করিবে;

(খ) স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত গবেষণা কার্যকে উৎসাহিত করা হইবে; এবং

(গ) হাসপাতালের সেবার মান ও পরিধি সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণের (ডাক্তার অথবা সেবিকা (Nurse) অথবা কারিগর (Technician) অথবা অন্যান্য) দেশে অথবা বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

১৩। নিয়োগ ও প্রশাসনিক বিষয়—(ক) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে কর্মরত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিসংক্রান্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) নিয়োগ বিধিমালা-অনুযায়ী লোকবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থা-অনুযায়ী প্রেষণে অথবা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হইবে।

১৪। আবাসন—(ক) হাসপাতালে কর্মরতদের আবাসন-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(খ) ডরমিটরিতে অবস্থানের জন্য কক্ষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে হাসপাতালের পরিচালক একটি কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন; এবং

(গ) ডরমিটরিতে আসন অথবা কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি) প্রেষণে কর্মরতদের বেতন বিল হইতে এবং সংযুক্তিতে কর্মরতদের এই হাসপাতালের অনুকূলে প্রতিমাসে সরকারি কোষাগারে চালানোর দ্বারা জমা প্রদান নিশ্চিত করিবার অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে ডরমিটরি বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

১৫। অ্যাম্বুলেন্স ও যানবাহন—(ক) অ্যাম্বুলেন্সসমূহ কেবল রোগী পরিবহণে অথবা জরুরি প্রয়োজনে রোগীকে এই হাসপাতাল হইতে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে; এবং

(খ) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে কর্মরত ঢাকা শহরে বসবাসকারী চিকিৎসক অথবা সেবিকা (Nurse)-কে জরুরি প্রয়োজনে যে-কোনো সময় হাসপাতালে আনা-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক যানবাহন পরিবহণপুল হইতে ব্যবহারের অনুমতি অথবা TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিসাপেক্ষে ক্রয় করা যাইতে পারে।

১৬। ডিজিটালাইজেশন—(ক) অটোমেশন প্রক্রিয়ার দ্বারা পর্যায়ক্রমে এই হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হইবে;

(খ) চিকিৎসা (Medical) কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী ও তাহার পরিবারের সদস্যদের অর্থাৎ আগত রোগীদের পরিচিতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

(গ) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে নিজস্ব ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টারসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শিত হইবে; এবং

(ঘ) অনলাইনে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৭। আনুষঙ্গিক—(ক) দর্শনার্থী প্রবেশের সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে;

(খ) যে সমস্ত ঔষধ হাসপাতালে সরবরাহ অপ্রতুল অথবা সাধারণ রোগীকে বাহির হইতে ক্রয় করিতে হয় সেই সমস্ত ঔষধ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সহজলভ্য করিবার লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল সীমানার মধ্যে কোনো একটি নির্ধারিত স্থানে প্রাইভেট ফার্মেসি চালু করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) হাসপাতালে আগত রোগী ও দর্শনার্থীদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহের সুবিধার্থে একটি ক্যান্টিন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

(ঘ) হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী পথ্য (রোগীর খাবার) সরবরাহ করা হইবে;

(ঙ) হাসপাতালের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(চ) হাসপাতালের বেইজমেন্টে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত স্টিকারযুক্ত যানবাহন ব্যতীত অন্য কোনো গাড়ি রাখা যাইবে না;

(ছ) এই হাসপাতালে মানবসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অথবা সিলিন্ডার স্থাপনসহ একটি জরুরি অবস্থার মোকাবিলা পরিকল্পনা (Emergency Response Plan) প্রণয়ন করিতে হইবে; এবং

(জ) হাসপাতালের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখিতে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন করা হইবে।

১৮। নীতিমালা সংশোধন—(ক) সরকার, সময় সময় এই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; এবং

(খ) হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আধুনিকায়ন, নূতন বিভাগ সৃজনসহ এই সম্পর্কিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করিবার লক্ষ্যে নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ

সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd